Q. What Conditions led to growth of trade and towns in the twelfth and thirteenth Century CE in Europe - 12 Marks.

Q. Discuss the growth of town and trade in the twelfth and thirteenth centuries CE - 8 Marks.

Q. Write a short note on Italian city states. - 5 Marks.

আদি মধ্যযুগের ইউরোপের অর্থনৈতিক ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য হল আভ্যন্তরীন বানিজ্য এবং প্রাচ্যের সঙ্গে বানিজ্যিক সম্পর্কের অধোগতি। ইসলামের উদ্ভব এবং সেই সুত্রে পশ্চিম এশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ বানিজ্যিক সম্প্রদায় হিসাবে আরবদের কর্তৃত্ব স্থাপন, আরবীয় ও জার্মানদের ক্রমান্বয়ে সামরিক অভিযান, বারংবার যুদ্ধ, সবকিছু একত্রে দীর্ঘ বানিজ্য তথা অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বাধাপ্রাপ্ত করেছিল। এই পর্যায়ে মানুষ বাধ্য হয়েছিল জীবন ও জীবিকার জন্য জমির উপর নির্ভর করতো। এই পর্যায়ে তাই অর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সামন্ততন্ত্রের সূচনা হয়েছিল। কিন্তু পুনরায় দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয়ের যুগে ইউরোপে নগরের উত্থান ঘটেছিল এবং ব্যবসাবানিজ্যের বিকাশ ঘটেছিল। এক্ষেত্রে জনসংখ্যাবৃদ্ধি, প্রযুক্তিগত পরিবর্তন, কৃষির সম্প্রসারণ প্রভৃতি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল।

দশম শতাব্দী ও তার পরবর্তী সময়ে শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছিল। জনসংখ্যা বৃদ্ধি শ্রমিকের সমস্যার সমাধান করেছিল। ঐতিহাসিক পেরি অ্যান্ডারসন তাঁর 'Passages from Antiquity to Feudalism' গ্রন্থে দেখিয়েছেন ৯৫০ খ্রিঃ পশ্চিম ইউরোপের জনসংখ্যা ছিল মোটামুটি ২ কোটি কিন্তু ১৩৪৮ খ্রিঃ তা দাঁড়িয়েছিল প্রায় ৫ কোটি ৪০ লক্ষ জনসংখ্যাতে। শুধু জনসংখ্যা বৃদ্ধি নয় মানুষের গড় আয়ু ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিল। ঐতিহাসিক বার্ণ 'World Civilizations : Their History and Their Culture' গ্রন্থে দেখিয়েছেন ক্যারোলিঞ্জিয় যুগে মানুষের গড় আয়ু ছিল ৩০ বছর কিন্তু এয়োদশ শতাব্দীতে তা দাঁড়িয়েছিল ৪০ থেকে ৫০ বছরে। এসবের ফলশ্রুতিতে বনজঙ্গল পরিষ্কার করে কৃষিজমি বের করার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল সেই সঙ্গে এক একজন লর্ডের অধীনে কৃষকের সংখ্যারও বৃদ্ধি হয়েছিল। বেশি সংখ্যক কৃষক এবং তাদের দ্বারা উৎপাদিত বেশি পরিমাণ কৃষিজ উৎপাদন লর্ডদের উপার্জনকেও সমৃদ্ধ করেছিল। সেই সঙ্গে কৃষি ক্ষেত্রে বর্ধিত সকল শ্রমিকের কর্মসংস্থান না হওয়ায় তারা কারিগরী কাজকর্মের সঙ্গে ও যুক্ত হয়েছিল।

সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে কৃষিক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ঘটেছিল। উন্নততর প্রযুক্তির ব্যবহার কৃষি উৎপাদনকে বাড়িয়েছিল যা পক্ষান্তরে ব্যবসা বানিজ্য ও নগরের বিকাশে সহায়ক হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে উত্তর ও উত্তর পশ্চিম ইউরোপের শক্তমৃত্তিকাতে কর্ষণ করতে সক্ষম ভারী লাঙল (ছেরু) এর কথা বলা যেতে পারে। এছাড়া কৃষিকাজে ঘোড়াকে সফলভাবে ব্যবহার করার জন্য ঘোড়ার সাজসরঞ্জামেও পরিবর্তন এসেছিল যারফলে গৃহপালিত ঘোড়ার কর্মক্ষমতাবৃদ্ধি পেয়েছিল। এছাড়া কারিগরী শিল্পের ক্ষেত্রে ওয়াটারমিল এবং উইন্ড মিলের ব্যবহারের ফলে তৈল নিস্কাসন, মদ প্রস্তুত, কাপড় বোনা, করাতকল চালানো প্রভৃতি কাজ খুবই সহজ হয়েছিল যা পক্ষান্তরে কারিগরী শিল্পের বিকাশে সহায়ক হয়েছিল। মোটকথা প্রযুক্তিগত উন্নতি অর্থনৈতিক উন্নয়নের বাতাবরণ তৈরী করেছিল।

আলোচ্য সময়ে (১০০০-১৩০০ খ্রিঃ মধ্যবর্তীকালে) কৃষক ও সামন্ত প্রভুদের প্রচেষ্টার ফলে আরো বেশি পরিমানে জমি কৃষিকাজের আওতায় আসে এরফলে উৎপাদনও অনেক বেশি পরিমানে বৃদ্ধিপায়। এই পর্যায়ে তৈলবীজের উৎপাদন ক্যারোলিঞ্জিয় যুগের তুলনায় তিন থেকে চার গুন বৃদ্ধি পায়। নতুন নতুন শস্যের চাষও শুরু হয়। জমিতে তিন ফসলি চাষ এবং পরিবর্তিত শস্য চাষ প্রচলিত হয়। এই ব্যবস্থায় কোন এক নির্দিষ্ট বছরে মোট কৃষিজমির এক তৃতীয়াংশ অনাবাদী রাখা হয়, বাকি এক তৃতীয়াংশে গম জাতীয় খাদ্যশস্য এবং বাকি এক তৃতীয়াংশে নতুন ধরণের খাদ্য শস্য যেমন বার্লি, বাদাম, বাজরা, ভুট্টা ইত্যাদি চাষ করা হয়। এইভাবে তিন বছরের ব্যবধানে পরিবর্তিত কৃষি প্রক্রিয়া চলতে থাকে। যার ফলে জমির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং সেই সঙ্গে মানুষের খাদ্যশস্যের চাহিদা ও মিটতে থাকে। দানাশস্য গুলি মানুষের খাদ্যের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গে গৃহপালিত ঘোড়ার খাদ্যের চাহিদা ও মেটাতে সক্ষম হয়। ঐতিহাসিক বার্ণ দেখিয়েছেন যে ৭০০-১২০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে গড় তাপমাত্রা ১° সেলসিয়াস বৃদ্ধি পাওয়ায় শুষ্ক আবহাওয়া কৃষির সম্প্রসারণের সহায়ক হয়।

কৃষি উৎপাদনের বৃদ্ধি লর্ডদের আর্থিক লাভের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। বাড়তি লাভের ফলে তারা বিলাস ব্যাসন বৃদ্ধির দিকে নজর দেয়। এই পর্যায়ে তারা কর হিসাবে শ্রম লাভের পরিবর্তে নগদ অর্থ আদায়ের দিকে নজর দেয়। ঐতিহাসিক ফারুকি 'Early Social Formations' গ্রন্থে দেখিয়েছেন এসময় বেশি পরিমাণ জমি নির্দিষ্ট করের বিনিময়ে পুণরায় বন্টিত হতে শুরু করে। এই পটভূমিতে কৃষির বিকাশ ও জন সংখ্যা বৃদ্ধি ১০ম শতাব্দীতে ব্যবসা বানিজ্য ও শহরের বিকাশে সহায়ক হয়। তাই দেখা যায় যে এই পর্যায়ে বিকাশিত শহরগুলি কাঁচামাল ও শ্রমের যোগানের জন্য তাদের পশ্চাৎভূমি গ্রামগুলির উপর নির্ভরশীল ছিল। দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যেই ফ্রেইবার্গ, লুবেক, মিউনিখ, বার্লিন প্রভৃতি শহর জার্মানীতে জন্ম নিয়েছিল, এছাড়া পূর্বেকার শহর - যেমন প্যারিস, লন্ডন প্রভৃতির আয়তন দ্বিগুন হয়েছিল। একই সময়ে ইতালিতে ভেনিস, জেনোয়া, মিলান বোলোগনা, পালেরমো, ফ্লোরেন্স, নেপলস প্রভৃতি বৃহৎ শহর সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। শহরগুলি কেবলমাত্র কৃষি উৎপাদন বা কারিগরী সরঞ্জাম বিক্রির বাজার ছিল না বরঞ্চ এখানে ভূমিদাস ও কৃষকেরা নতুন জীবনের স্বাদ পেয়েছিল। কারণ সামন্ত প্রভুর নিয়ন্ত্রণ থেকে পলায়মান ভূমিদাসেরা নগরগুলির শিল্প কলকারখানায় শ্রমিক হিসাবে যোগ দিয়েছিল।

ইউরোপের বিভিন্ন প্রান্তে নতুন নতুন নগরের উত্থান আভ্যন্তরীন ও সমুদ্রপারের বাণিজ্যের বিকাশের সহায়ক হয়েছিল। ১০০০ খ্রিষ্টাব্দের আগে যে ভূমধ্যসাগরীয় বাণিজ্য আরবীয়দের দখলে চলে গিয়েছিল তা পুণরায় ১০৫০-১৩০০ খ্রিঃ মধ্যবর্তী সময়ে ইতালীয় নগর রাষ্ট্রগুলির-জেনোয়া, পিসা, ভেনিস প্রভৃতির ইউরোপীয় বণিকদের হাতে চলে এসেছিল। বস্তুত পক্ষে জেনোয়া এবং ভেনিসের সামুদ্রিক শক্তি পশ্চিম ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্কের নির্ণায়ক হয়ে উঠেছিল। বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রা অর্থনীতিও প্রাণ ফিরে পেয়েছিল। এয়োদশ শতাব্দীর মধ্যেই ইতালীর নগর রাষ্ট্রগুলি স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন শুরু করেছিল। এই নগরগুলিতে গিল্ড ব্যবস্থা ও ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থারও সুচনা হয়েছিল। মধ্যযুগের বণিকেরা বানিজ্য ও সুদ ব্যবসার মধ্যদিয়ে বেশি পরিমাণ লাভ করা শুরু করেছিলেন। এই পর্যায়ে বণিকেরা সেইসব যুবরাজ ও সামন্ত প্রভুদের চড়া সুদে টাকা দিয়ে লাভবান হয়েছিলেন যারা তাদের বিলাস ব্যাসনময় জীবনযাপন নির্বাহ করতে টাকা ধার করতে বাধ্য হচ্ছিলেন। নিজেদের নিরাপত্তা, বাজারের উপর নিয়ন্ত্রণ, ব্যবসা বানিজ্য ও কারিগরি শিল্পের বিকাশ সবকিছুর স্বার্থে গিল্ডগুলি গড়ে উঠেছিল। মধ্যযুগের নাগরিক সমাজও রাজনীতির উপর এই গিল্ডগুলির ভূমিকা ছিল প্রশ্নাতীত। তারা একদিকে ব্যবসা বানিজ্য ও কারিগরী শিল্পকে নিয়ন্ত্রন করতো। অন্যদিকে দানকার্য ও করতো। এই পর্যায়ে শহরগুলি হয়ে উঠেছিল শিল্প ও উৎপাদন কেন্দ্র।

ঐতিহাসিক সি ব্যাকম্যান 'The Worlds of Medieval Europe' গ্রন্থে দেখিয়েছেন নগরগুলিতে দলিল দস্তাবেজের রক্ষনাবেক্ষন, বণিকদের হিসাব পত্রের রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতির প্রয়োজনীতার ফলে এগুলিতে অসংখ্য প্রাথমিক বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেগুলি চার্চের যাজকদের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত থেকে শিক্ষাদান করত। উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা পরিস্ফুট হয় যে, ধারাবাহিক যুদ্ধের অনুপস্থিতি, শান্তিপূর্ণ পরিবেশ, জনসংখ্যার বৃদ্ধি, উপযুক্ত আবহাওয়া, কৃষির বিকাশ, নানান প্রযুক্তিগত উন্নয়ন দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইউরোপের বিভিন্ন প্রান্তে ব্যবসা বানিজ্য ও নগরের বিকাশের সহায়ক হয়েছিল।

Dr. Uttam Kumar Das (UKD)
Assistant Professor
Taki Government College